



বন্যায় মাছচাষে করণীয়

বন্যার পূর্বে মৎস্যচাষি ও উদ্যোক্তাগণের করণীয় :

- ▶ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে নিয়মিত বন্যার পূর্বাভাস সংগ্রহ করুন।
- ▶ নতুন পুকুর বা জলাশয় খননের ক্ষেত্রে বন্যামুক্ত এলাকা বেছে নিন।
- ▶ মাছ ছাড়ার পূর্বে ভালভাবে পুকুরপাড় মেরামত করুন, ইঁদুরের গর্ত থাকলে মাটি দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করে নিন এবং জাল বা বাঁশের বানা দিয়ে ঘিরে দিন।
- ▶ অপেক্ষাকৃত বড় মাছ পুকুর থেকে বিক্রি করার ব্যবস্থা নিন এবং ছোট মাছ বন্যামুক্ত পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- ▶ অতি বন্যাগ্রবণ এলাকায় পুকুর/জলাশয়ে দ্রুতবর্ধনশীল মাছের (৪-৫ মাস সময়ে বিক্রয় উপযোগী হয়) চাষ করুন, যাতে বন্যার পূর্বেই মাছ আহরণ করা যায়।
- ▶ বন্যা পরবর্তী মজুদের জন্য পোনা প্রতিপালন করুন বা পোনা উৎপাদনকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।
- ▶ পুকুর/জলাশয়ে বাঁশ, ডালপালা ইত্যাদি দিয়ে বোপ বা বাটা তৈরি করে মাছের আশ্রয়স্থল নির্মাণ করুন এবং পর্যাপ্ত খাবার দিন যাতে পুকুরের পাড় ভেঙ্গে গেলেও সব মাছ বেঁচে না যায়।
- ▶ নিকটস্থ মৎস্য কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ প্রতিনিধি (লিফ) এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখুন।

বন্যাকালীন মৎস্যচাষি ও উদ্যোক্তাগণের করণীয় :

- ▶ প্রতিদিন পানির গতিবিধি খেয়াল রাখুন।
- ▶ পুকুরের পানির তুলনায় বাহিরের পানির উচ্চতা বেশী হলে প্লাস্টিকের পাইপের মুখে নেট দিয়ে পুকুরে পানি প্রবেশ করিয়ে পুকুরের পানি ও বাহিরের পানির উচ্চতা সমান রাখুন।
- ▶ বন্যাকবলিত পুকুর থেকে মাছ নিরাপদ জলাশয়ে স্থানান্তর করুন।
- ▶ পুকুর বা জলাশয়ের চারপাশে জাল বা বানা দিয়ে উঁচু করে ঘিরে দিন।
- ▶ পুকুরে অবাস্তিত ও রাক্ষুসে মাছ (চান্দা, ইছা, টাকি, শোল, গজার, বোয়াল ইত্যাদি) যেন পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- ▶ পুকুর/জলাশয়ে গাছের ডালপালা সম্বল হলে তেঁতুল গাছের ডাল ফেলে মাছের আশ্রয়স্থল নির্মাণ করুন।
- ▶ মাছ দ্রুত আকৃষ্ট হয় এমন খাবার (খৈল, চিটাগুড়, কেঁচো ইত্যাদি) পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যদানিতে বা বস্তায় বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে দিন।
- ▶ বন্যাকবলিত পুকুরের মাছ খাবি খেলে অক্সিজেন বর্ধক উপকরণ প্রয়োগ করুন।
- ▶ বন্যার সময় পুকুর পাড়ে সাপের উপদ্রব বেড়ে যেতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখুন।

বন্যা পরবর্তীকালে মৎস্যচাষি ও উদ্যোক্তাগণের করণীয় :

- ▶ পুকুর বা জলাশয়ের পাড় ভেঙ্গে গেলে মেরামত বা সংস্কার করে নিন।
- ▶ বন্যার পরে প্রতি শতকে ৫০০ গ্রাম চুন এবং ১০০-২০০ গ্রাম লবণ ১৫ দিন পর পর দুই বার প্রয়োগ করুন।
- ▶ পুকুরে বড় আকারের (৪-৬ টি/কেজি) কার্প জাতীয় মাছের পোনা শতাংশে ১৫-২০ টি হারে মজুদ করুন।
- ▶ নিয়মিত ও পরিমিত সুখম খাদ্য প্রয়োগ করুন এবং মাছের বৃদ্ধি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন।
- ▶ ভারী বর্ষণে মাছ ভেসে খাবি খেলে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করুন (এক্ষেত্রে পানিতে চেউ সৃষ্টি, এরোটর ব্যবহার, প্রয়োজনে অক্সিজেন বর্ধক উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে)
- ▶ মাছের রোগ-বলাই দেখা দিলে স্থানীয় মৎস্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করুন।

উন্মুক্ত জলাশয়/বিল/প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় করণীয়:

- ▶ বন্যাকবলিত বিস্তীর্ণ এলাকায় পানি ৪-৫ মাস স্থায়ী হলে স্থানীয় মৎস্য চাষীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক পদ্ধতিতে পেনে বা খাঁচায় মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।
- ▶ গাছের ডালপালা দিয়ে অস্থায়ী অভয়াশ্রম তৈরী করে মাছ সংরক্ষণের উদ্যোগ নিন।
- ▶ বন্যাকালীন/বন্যা পরবর্তী সময়ে অবাধে ছোট মাছ, মাছের রেণু, পোনা ইত্যাদি নিধন বন্ধ করুন।
- ▶ ডিমওয়ালা মাছকে ডিম ছাড়ার সুযোগ দিন এবং জলাশয় সেচ দিয়ে মাছ শিকার বন্ধ করুন।

মৎস্য আইন মেনে চলুন

কারেন্ট জাল ব্যবহার, পরিবহণ, অধিকার/দখলে রাখা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। নদী-নালা, খাল-বিল ও বন্যাপ্রাণিত এলাকা হতে ৯ ইঞ্চির নীচে কার্প জাতীয় মাছ, ১২ ইঞ্চির নীচে বোয়াল, আইড়, শীলন এবং পালাস মাছের পোনা ধরা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ আইন ভঙ্গ করলে ১-২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ৫০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

মৎস্য আইন মেনে চলুন
মৎস্যসম্পদ রক্ষা করুন

মৎস্য অধিদপ্তর, ইসলামপুর, জামালপুর

ডিমওয়ালা মাছ ধরবেন না
দেশের ক্ষতি করবেন না